দৈনিক জনকণ্ঠ
সম্পাদকীয়
তারিখ ... 13 JAN 2008 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিবরের স্পর্ধা

স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরের স্পর্ধা বেড়েই চলেছে। তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির ওপর যখন-তখন আঘাত করছে। মুক্তিযুদ্ধের অর্জনগুলো নষ্ট করছে। ছত্রিশ বছর বয়সের বাংলাদেশে স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াতে ইসলামী, আলবদর, আল শামস, রাজাকার, শান্তিকমিটির সদস্যদের বিচার হয়নি। একাত্তরের অপকর্মের জন্য স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি প্রকাশ্যে ক্ষমা চায়নি। পঁচাত্তরের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি জাতির কাছে ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। বাংলাদেশের প্রথম সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের আশীর্বাদে ধীনতাবিরোধী শক্তির রাজনৈতিকভাবে উত্থান ঘটে। কিন্তু দেশের মানুষ ধীনতাবিরোধী শক্তিকে গ্রহণ করেনি। মানুষ স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তিকে ঘৃণা র। একাত্তরের রাজাকার আলবদর আল শামস বাহিনীকে ঘৃণা জানাতে ঢাকা শ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু কাফেটারিয়ার সামনে নির্মিত রাজাকার ঘৃণাস্তম্ভটি শিবিরের াডাররা ভেঙ্গে ফেলেছে। স্বাধীনতাবিরোধীদের ঘৃণা প্রকাশের জন্য ডাকসু াফেটারিয়ার সামনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রাজাকার ঘৃণাস্তম্ভটি ১৬ সেম্বরে নির্মাণ করেছিল। সেক্টর কমান্ডার ফোরামের সদস্যরা ১৬ ডিসেম্বরেই জাকার ঘৃণাস্তম্ভটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। রাজাকার ঘৃণাস্তম্ভটি নির্মাণের । স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াত-শিবিরের আঁতে ঘা লাগে। গত বৃহস্পতিবার ধীনতাবিরোধী শক্তি রাজাকার ঘৃণাস্তম্ভটি ভেঙ্গে ফেলে। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির কা বিশ্ববিদ্যালয়ে এটাই প্রথম অপকর্ম নয়। 'অপরাজেয় বাংলা' নির্মাণের সময় ৭৭ সালের ২৮ আগস্ট বিকালে শিবিরের ক্যাডাররা এটি ভাঙ্গার জন্য এসেছিল। ধারণ শিক্ষার্থীরা সে-সময় শিবির-ক্যাডারদের প্রতিরোধ করেছিল।

ধীনতাবিরোধী রাজাকার, আলবদর, আল শামস, শান্তিকমিটির সদস্য এবং মায়াতে ইসলামীর একটিই পরিচয়,– তারা স্বাধীন বাংলাদেশ চায়নি। এখনও মায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং সংবিধানে বিশ্বাস করেনা। বষকরা বারবার দাবি করেছেন, একটি ইসলামী দলের সদস্য এবং ইসলামী ীদের মজলিসে সূরার সদস্য একই ব্যক্তি। ইসলামী জঙ্গীরাও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ক্তির ওপর হামলা করেছে। জঙ্গীদের আদর্শের সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর আদর্শিক

ণ রয়েছে। ইসলামী জঙ্গীদের হামলার ধরন দেখেও মনে হয়, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ক্তকে ধ্বংস করাই তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াতের ্যও এর থেকে ভিন্ন কিছু নয়। জামায়াতের নেতা মতিউর রহমান নিজামী "বাংলা ই" মিডিয়ার সৃষ্টি বলে জঙ্গিদের আড়াল করার চেষ্টা করেছেন মাত্র। বিগত মায়াত-বিএনপি জোট সরকার জনমতের চাপে ইসলামী জঙ্গীদের শীর্ষ নেতাদের টক করলেও শাস্তি নিশ্চিত করেনি। ইসলামী জঙ্গী শক্তির সঙ্গে জামায়াত-বিএনপি াট-সরকারের একাধিক নেতার সম্পর্কের কথাও প্রকাশিত হয়েছে।

াকার ঘৃণাস্তম্ভটি গুঁড়িয়ে দিয়ে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি আবারও প্রমাণ করেছে, দের শিকড় অত্যন্ত গভীরে। বাঙালী জাতির অহঙ্কার শহীদ মিনার ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি যখন প্রথম নির্মাণ করা হয়েছিল, তখনও শত্রুরা শহীদ মিনারটি ভেঙ্গে লেছিল। একটি শহীদ মিনার থেকে লক্ষ শহীদ মিনার জন্ম নিয়েছে। ীনতাবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশের জন্য দেশের প্রতিটি জেলা, উপজেলা ং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঘৃণাস্তম্ভ নির্মাণ করা অত্যন্ত জরুরী। তার আগে, ঢাকা বিদ্যালয়ে ঘৃণাস্তম্ভটি যারা ভেঙ্গেছে, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। ্তযোদ্ধাদের শ্রদ্ধা এবং সম্মান জানানোর সঙ্গে সঙ্গে রাজাকার এবং সংবিধানে